ত্রিপুরা সরকার
তথ্য ও সংস্কৃতি অধিকার
*****

স-৩৫৯৬

আগরতলা,৮ নভেম্বর,২০২৩

সচিবালয়ে স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স ক্যাপিটেল স্কিম নিয়ে পর্যালোচনা সভা
২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে গৃহীত প্রকল্পগুলি চলতি অর্থবছরের মধ্যেই রূপায়িত করতে অর্থমন্ত্রীর নির্দেশ

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় আজ সচিবালয়ের ২ নং কনফারেন্স হলে বিভিন্ন দপ্তরের প্রধান সচিব, সচিব, বিশেষ সচিব এবং বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাদের সাথে বিভিন্ন প্রকল্প রূপায়ণ নিয়ে এক পর্যালোচনা বৈঠক করেন। এই বৈঠকের উদ্দেশ্য হচ্ছে বাজেটে যে অর্থ সংস্থান রাখা হয়েছে তা যাতে সঠিকভাবে ও সময় মতো মানুষের স্বার্থে ব্যবহৃত হয় তা সুনিশ্চিত করা। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্স ক্যাপিটেল স্কিমের অন্তর্গত প্রকল্পগুলি নিয়ে বিস্তারিত পর্যালোচনা করেন। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী কেন্দ্রীয় সরকারের প্রদেয় অর্থ যাতে চলতি অর্থবছরেই ব্যয় হয় তারজন্য প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেন। বৈঠকে অর্থমন্ত্রী ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেট ভাষণে যেসব প্রকল্প রূপায়ণের ঘোষণা দেওয়া হয়েছিল সেসব প্রকল্পগুলি যাতে এই অর্থবছরের মধ্যেই রূপায়িত হয় সেজন্য সমস্ত দপ্তরের আধিকারিকদের নির্দেশ দেন। তাছাড়া বৈঠকে বিভিন্ন এক্সটারনালি এইডেড প্রকল্পগুলি নিয়েও পর্যালোচনা করা হয়। রাজ্যে যেসকল এক্সটারনালি এইডেড প্রকল্প রূপায়িত হচ্ছে সেগুলি হলো প্রজেক্ট ফর সাস্টেনেবল ক্যাচমেন্ট ফরেস্ট ম্যানেজমেন্ট ইন ত্রিপুরা, ক্লাইমেট রিসাইলিয়েন্স অব ফরেস্ট ইকোসিস্টেমস, বায়োডায়ভার্সিটি অ্যান্ড অ্যাডাপটিভ ক্যাপাসিটিস অব ফরেস্ট ডিপেনডেন্ট কমিউনিটিস ইন ত্রিপুরা, আগরতলা সিটি আরবান ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, ত্রিপুরা পাওয়ার জেনারেশন আপগ্রেডেশন অ্যান্ড ডিস্ট্রিবিউশন রিলায়াবিলিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট, আরবান ইনফ্রাস্ট্রাকচার অ্যান্ড ট্যুরিজম ডেভেলপমেন্ট কম্পোনেন্টস, আগরতলা মিউনিসিপল ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট প্রজেক্ট, প্রজেক্ট ফর ইমপ্রুভিং কোয়ালিটি অব লাইফ অব ট্রাইবাল কমিউনিটিস অব ত্রিপুরা থ্রো সাস্টেনেবেল লাইভলিহুডস অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার ডেভেলপমেন্ট, এনহান্সিং ল্যান্ডস্ক্যাপ অ্যান্ড ইকোসিস্টেম ম্যানেজমেন্ট প্রজেক্ট।

২-এর পাতায়

অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহরায় বৈঠকে রাজ্যিক প্রকল্পগুলির মধ্যে মুখ্যমন্ত্রীর নামে ঘোষণাকৃত ১৩টি প্রকল্প রূপায়ণ নিয়েও পর্যালোচনা করেন এবং এই প্রকল্পগুলি সঠিকভাবে রূপায়ণের উপরও গুরুত্ব আরোপ করেন। বৈঠকে স্বাস্থ্য সচিব জানান, বাজেটে মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা নামে যে স্বাস্থ্য বীমা যোজনার ঘোষণা দেওয়া হয়েছে তা অতিসত্বর বাস্তবায়িত করা হবে। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজস্ব দপ্তরের প্রধান সচিব পুনীত আগরওয়াল, মৎস্য দপ্তরের প্রধান সচিব বি এস মিশ্রা, মুখ্যমন্ত্রীর সচিব ডঃ প্রদীপ কুমার চক্রবর্তী, পর্যটন দপ্তরের সচিব উত্তম কুমার চাকমা, জনজাতি কল্যাণ দপ্তরের সচিব এল টি ডার্লং, গ্রামোন্নয়ন দপ্তরের সচিব সন্দীপ আর রাঠোর, শিক্ষা দপ্তরের সচিব রাভাল হেমেন্দ্র কুমার সহ বিভিন্ন দপ্তরের অধিকর্তাগণ।

সভার শেষে অর্থমন্ত্রী প্রণজিৎ সিংহ রায় তাঁর অফিসকক্ষে পর্যালোচনা সভার বিভিন্ন বিষয় নিয়ে সাংবাদিকদের জানান, বিভিন্ন দপ্তর বাজেটের সংস্থান অনুযায়ী যে সমস্ত প্রকল্পের কাজ হাতে নিয়েছে তা সঠিকভাবে রূপায়ণ হচ্ছে কিনা বা প্রকল্পের অগ্রগতি কি তা পর্যালোচনা করার লক্ষ্যেই আজকে এই সভার আয়োজন করা হয়েছে। বাজেট বরাদ্দ অনুসারে এক টাকাও যাতে অব্যয়িত না থাকে সে বিষয়েও দপ্তরগুলোকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। তিনি জানান, রাজ্যের সার্বিক উন্নয়নে সরকার ২০২৩-২৪ অর্থবছরের বাজেটে ২৭ হাজার ৬৫৪ কোটি টাকা বরাদ্দ রেখেছে। এবারের বাজেটে প্রধানত মূলধনী বিনিয়োগ, কৃষি ও কৃষি সম্পর্কিত ক্ষেত্রের বিকাশ, সকল অংশের জনগণের জীবনযাত্রার মান উন্নয়ন এবং স্বাস্থ্য পরিষেবা সুনিশ্চিত করার লক্ষ্যে শিক্ষা ও স্বাস্থ্য ক্ষেত্রে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলোকে সময়ের মধ্যে প্রকল্প রূপায়ণের লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় উদ্যোগ গ্রহণ করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী সাংবাদিকদের জানান, কেন্দ্রীয় সরকারের স্পেশাল অ্যাসিস্টেন্সে মঞ্জুরীকৃত বিভিন্ন প্রকল্পের বরাদ্দকৃত অর্থ আগামী মার্চ মাসের মধ্যে ব্যয় করার জন্য দপ্তরগুলোকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। অর্থমন্ত্রী জানান, ২০২৩-২৪ সালের বাজেট ভাষণে মুখ্যমন্ত্রী কন্যা আত্মনির্ভর যোজনা, মুখ্যমন্ত্রী স্টেট টেলেন্ট সার্চ প্রোগ্রাম, মুখ্যমন্ত্রী আখাঙ্খা প্রকল্প, মুখ্যমন্ত্রী ট্রাইবেল ডেভেলপমেন্ট মিশন, মুখ্যমন্ত্রী জনআরোগ্য যোজনা সহ নতুন ১৩টি প্রকল্পের ঘোষণা দেওয়া হয়েছে। এই প্রকল্পগুলো রূপায়ণে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলো কি কি পদক্ষেপ নিয়েছে সে বিষয়েও সভায় আলোচনা করা হয়েছে।

*****